BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ৭

Lecture Content

☑ সংবিধান-২

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

সংবিধান সংশোধন

সংবিধান সংশোধনের কথা বলা হয়েছে বাংলাদেশ সংবিধানের দশম ভাগের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে। সংবিধানের সংশোধন সম্পর্কিত অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ:-

অনুচ্ছেদ- ১৪২ : সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা

এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা স্বত্ত্বেও-

ক. সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবে।

(অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ণ শিরোনামে এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না;

(আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোনো বিলে সম্মতি দানের জন্য তারা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না;

খ. উপরি-উক্ত উপায়ে কোনো বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

সংবিধানের কিছু অনুচ্ছেদ সংশোধনের অযোগ্য বলে বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম ভাগের ৭খ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। এই সম্পর্কিত অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ:-

অনুচ্ছেদ- ৭খ : সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য

সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।

সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

এই পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭টি সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। সংশোধনীগুলোর সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

❒ প্রথম সংশোধনী

১৯৭৩ সালে ১৫ জুলাই সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আনা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত বন্দী পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিচারের জন্য এই সংশোধনী করা হয়।

তথ্য কণিকা

- প্রথম সংশোধনী গৃহীত হয়- ১৫ জুলাই ১৯৭৩।
- প্রথম সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।
- প্রথম সংশোধনীর বিষয়- যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য গণবিরোধীদের বিচার।

❒ দ্বিতীয় সংশোধনী

জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধান, নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত আইন এবং মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন প্রণয়নের জন্য ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী আনা হয়।

তথ্য কণিকা

- দ্বিতীয় সংশোধনী গৃহীত হয়- ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩।
- দ্বিতীয় সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।
- দ্বিতীয় সংশোধনীর বিষয়- জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধান।

❒ তৃতীয় সংশোধনী

২৩ নভেম্বর ১৯৭৪ তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ২(ক) উপ-অনুচ্ছেদকে সংশোধন করে ভারত-বাংলাদেশ সীমানা চুক্তি কার্যকর করা হয়।

তথ্য কণিকা

- তৃতীয় সংশোধনী গৃহীত হয়- ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪।
- তৃতীয় সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।
- তৃতীয় সংশোধনীর বিষয়- বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুমোদন এবং বেরুবাড়ীকে ভারতের নিকট হস্তান্তর।

❒ চতুর্থ সংশোধনী

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা, এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়।

তথ্য কণিকা

- চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হয়- ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫।
- চতুর্থ সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।
- চতুর্থ সংশোধনীর বিষয়-একদলীয় রাজনীতি (বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক লীগ- বাকশাল) প্রবর্তন।

❒ পঞ্চম সংশোধনী

৬ এপ্রিল ১৯৭৯ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গৃহীত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ডের ফরমানের ও প্রতিবিধানের বৈধতা দান এবং সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' সংযোজনের নিমিত্তে এই সংশোধনী আনা হয়। ২০১০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করে।

তথ্য কণিকা

- পঞ্চম সংশোধনী গৃহীত হয়- ৬ এপ্রিল, ১৯৭৯।
- পঞ্চম সংশোধনী উত্থাপন করেন- সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমান।
- পঞ্চম সংশোধনীর বিষয়- সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ডের ফরমানের ও প্রতিবিধানের বৈধতা দান এবং সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' সংযোজন ।

❒ ষষ্ঠ সংশোধনী

০৮ জুলাই ১৯৮১ সালে সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে জিয়াউর রহমানকে হত্যার পর নিয়োগকৃত উপ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের পদপ্রার্থীর বিষয় বৈধকরণ করা হয়।

তথ্য কণিকা

- ষষ্ঠ সংশোধনী গৃহীত হয়- ০৮ জুলাই, ১৯৮১।
- ষষ্ঠ সংশোধনী উত্থাপন করেন- সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমান।
- ষষ্ঠ সংশোধনীর বিষয়- উপ রাষ্ট্রপতির পদে থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিতকরণ।

সপ্তম সংশোধনী

১০ নভেম্বর ১৯৮৬ সালে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যম হুসেইন মোহম্মদ এরশাদ শাসন আমলের সকল কর্মকাণ্ড বৈধকরণ করা হয়। ২০১১ সালের ১৫ মে আপিল বিভাগ সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয়।

তথ্য কণিকা

- সপ্তম সংশোধনী গৃহীত হয়- ১০ নভেম্বর, ১৯৮৬।
- সপ্তম সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বিচারপতি এ কে এম নুরুল ইসলাম।
- সপ্তম সংশোধনীর বিষয়- ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসনের সকল কর্মকাণ্ডের বৈধতা দান।

অষ্টম সংশোধনী

৭ জুন ১৯৮৮ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী আনয়ন করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ঢাকার বাইর হাইকোর্ট বিভাগের ৬টি স্থায়ী ব্রেঞ্চ স্থাপন এবং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়।

তথ্য কণিকা

- অষ্টম সংশোধনী গৃহীত হয়- ৭ জুন ১৯৮৮।
- অষ্টম সংশোধনী উত্থাপন করেন- সংসদ নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ।
- অষ্টম সংশোধনীর বিষয়- রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দেওয়া।

নবম সংশোধনী

১০ জুলাই ১৯৮৯ সার্বজনীন ভোটে একই সাথে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থার জন্য সংবিধানের নবম সংশোধনী করা হয়।

তথ্য কণিকা

- নবম সংশোধনী গৃহীত হয়- ১০ জুলাই ১৯৮৯।
- নবম সংশোধনী উত্থাপন করেন- সংসদ নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ।
- নবম সংশোধনীর বিষয়- রাষ্ট্রপতির সাথে উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠান ও রাষ্ট্রপতি পদে কোন ব্যক্তিকে একাধিকক্রমে দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ রাখা।

দশম সংশোধনী

পরোক্ষ ভোটে মহিলাদের ৩০টি সংরক্ষিত আসনের ১০ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় রিনিউ এর ব্যবস্থার জন্য ১২ জুন ১৯৯০ সংবিধানের দশম সংশোধনী করা হয়।

তথ্য কণিকা

- দশম সংশোধনী গৃহীত হয়- ১২ জুন ১৯৯০।
- দশম সংশোধনী উত্থাপন করেন-আইন ও বিচারমন্ত্রী হাবিবুল ইসলাম।
- দশম সংশোধনীর বিষয়- সংসদে মহিলাদের জন্য ৩০টি আসন আরও ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণ।

একাদশ সংশোধনী

৬ আগষ্ট ১৯৯১ সংবিধানের একাদশ সংশোধনী গৃহীত হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে প্রধান বিচারপতির নিয়োগ এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও পুনরায় প্রধান বিচারপতির প্রত্যাবর্তন বৈধকরণ করা হয়।

তথ্য কণিকা

- একাদশ সংশোধনী গৃহীত হয়- ৬ আগস্ট ১৯৯১।
- একাদশ সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইন ও বিচারমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ।
- একাদশ সংশোধনীর বিষয়- অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের স্বপদে ফিরে যাবার বিধান।

দ্বাদশ সংশোধনী

৬ আগস্ট ১৯৯১ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আনয়ন করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে পুনরায় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তথ্য কণিকা

- দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হয়- ৬ আগস্ট ১৯৯১।
- দ্বাদশ সংশোধনী উত্থাপন করেন- প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।
- দ্বাদশ সংশোধনীর বিষয়- সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

ত্রয়োদশ সংশোধনী

নির্দলীয় তত্ত্বাধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৯৬ সালে ২৮ মার্চ সংবিধানের এয়োদশ সংশোধনী আনয়ন করা হয়। ২০১১ সালের ১০ মে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ এ সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করেন।

তথ্য কণিকা

- ত্রয়োদশ সংশোধনী গৃহীত হয়- ২৭ মার্চ ১৯৯৬।
- ত্রয়োদশ সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার।
- ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিষয়- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন।

❒ চতুর্দশ সংশোধনী

মহিলা সংসদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫ এ উন্নীতকরণ, বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৬৭ তে বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি কারণে ২০০৪ সালের ১৬ মে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী আনয়ন করা হয়।

তথ্য কণিকা

- চতুর্দশ সংশোধনী গৃহীত হয়- ১৬ মে ২০০৪।
- চতুর্দশ সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ।
- চতুর্দশ সংশোধনীর বিষয়- প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সরকারী অফিসসহ নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি।

❒ পঞ্চদশ সংশোধনী

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধান থেকে বিলুপ্তকরণ, ৫৮ক অনুচ্ছেদ এবং ২ক পরিচ্ছেদ (৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ এবং ৫৮ঙ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত) দলীয় সরকারের অধীনে মেয়াদ শেষ হবার আগের ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান। নির্বাচনের আগের ৯০ দিন সংসদ অধিবেশন বসার বাধ্যবাধকতা না রাখা। প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতার স্বীকৃতি এবং তার প্রতিকৃতি সরকারি অফিস সহ নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন। পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং ৭ম তিনটি তফসিল সংযোজন। পঞ্চম তফসিল ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্ণ বিবরণ। ষষ্ঠ তফসিল ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রাম। ৭ম তফসিল ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের পূর্ণবিবরণ। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরী অবস্থার মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ৪ মাস। মহিলা সাংসদদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে ৫০ এ উন্নীতকরণ ইত্যাদি কারণে ৩০ জুন ২০১১ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী প্রণয়ন করা হয়।

তথ্য কণিকা

- পঞ্চদশ সংশোধনী গৃহীত হয়- ৩০ জুন ২০১১।
- পঞ্চদশ সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ।
- পঞ্চদশ সংশোধনীর বিষয়- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল।

❒ ষোড়শ সংশোধনী

বিচারপতিদের অভিশংসন বা অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর অর্পণ করে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী আনায়ন করা হয়। ২০১৬ সালের ৩ জুলাই সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করে।

তথ্য কণিকা

- ষোড়শ সংশোধনী গৃহীত হয়- ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪।
- ষোড়শ সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।
- ষোড়শ সংশোধনীর বিষয়- বিচারপতির অভিশংসন বা অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর অর্পণ।

❒ সপ্তদশ সংশোধনী

৮ জুলাই ২০১৮ সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনী গৃহীত হয়। আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এ সংশোধনী জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসন আরও ২৫ বছরের জন্য সংরক্ষণ করার জন্য এ সংশোধনী আনা হয়।

তথ্য কণিকা

- সপ্তদশ সংশোধনী গৃহীত হয়- ৮ জুলাই ২০১৮।
- সপ্তদশ সংশোধনী উত্থাপন করেন- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।
- সপ্তদশ সংশোধনীর বিষয়- জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসন আরও ২৫ বছরের জন্য সংরক্ষণ করা।

** বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীগুলোর মধ্যে চারটি সংশোধনী সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হয়। সংশোধনীগুলো হলো- পঞ্চম, সপ্তম, ত্রয়োদশ ও ষোড়শ সংশোধনী।

একনজরে সংবিধানের সংশোধনীসমূহ :

সংশোধনী	সংশোধনীর বিষয়বস্তু	উত্থাপনকারী	উত্থাপনের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ
প্রথম সংশোধনী	*যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য বিরোধীদের বিচার নিশ্চিত করা*	*মনোরঞ্জন ধর*	*১২ জুলাই, ১৯৭৩*	*১৫ জুলাই, ১৯৭৩*	*১৭ জুলাই, ১৯৭৩*
দ্বিতীয় সংশোধনী	*অভ্যন্তরীণ/বর্হিরাক্রমণ গোলযোগে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হলে সে অবস্থায় 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণার বিধান নিশ্চিত করা।*	*মনোরঞ্জন ধর*	*১৮ সেপ্টে:, ১৯৭৩*	*২০ সেপ্টে: ১৯৭৩*	*২২ সেপ্টে: ১৯৭৩*
তৃতীয় সংশোধনী	চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়িকে ভারতের নিকট হস্তান্তর	মনোরঞ্জন ধর	২১ নভেম্ব, ১৯৭৪	২৩ নভেম্বর, ১৯৭৪	২৭ নভেম্বর, ১৯৭৪
চতুর্থ সংশোধনী	সংসদীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত। শাসন পদ্ধতি চালু ও বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি প্রবর্তন বিধান নিশ্চিত করা।	মনোরঞ্জন ধর	২৫ জানু: ১৯৭৫	২৫ জানু: ১৯৭৫	২৫ জানু: ১৯৭৫
পঞ্চম সংশোধনী	১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বৈধতা দান।	শাহ আজিজুর রহমান	৪ এপ্রিল, ১৯৭৯	৫ এপ্রিল, ১৯৭৯	৬ এপ্রিল, ১৯৭৯
ষষ্ঠ সংশোধনী	উপ-রাষ্ট্রপতির পদ থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিত করা।	শাহ আজিজুর রহমান	১ জুলাই, ১৯৮১	৮ জুলাই, ১৯৮১	৯ জুলাই, ১৯৮১
সপ্তম সংশোধনী	১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তারিখের ফরমান ঘোষিত সামরিক আইন বলবৎ কে এম নুরুল ইসলাম থাকাকালীন প্রণীত সকল ফরমান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, নির্দেশ, অধ্যাদেশসহ অন্যান্য আইন অনুমোদন।	বিচারপতি এ. কে. এম. নুরুল ইসলাম	১০ নভেম্বর, ১৯৮৬	১০ নভেম্বর, ১৯৮৬	১১ নভেম্বর, ১৯৮৬
অষ্টম সংশোধনী	রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতিদান এবং ঢাকার বাইরে ৬টি জেলায় হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন।	ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ	১১ মে, ১৯৮৮	৭ জুন, ১৯৮৮	৯ জুন, ১৯৮৮
নবম সংশোধনী	রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে একই সময়ে উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, রাষ্ট্রপতি পদে কোনো ব্যক্তিকে পর পর দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ রাখা।	ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ	৬ জুলাই, ১৯৮৯	১০ জুলাই, ১৯৮৯	১১ জুলাই, ১৯৮৯

সংশোধনী	সংশোধনীর বিষয়বস্তু	উত্থাপনকারী	উত্থাপনের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ
দশম সংশোধনী	প্রেসিডেন্টের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ১৮০ দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যাপারে সংবিধানের বাংলা ভাষ্য সংশোধন ও সংসদে মহিলাদের ৩০টি আসন আরো ১০ বছরকালের জন্য সংরক্ষণের বিধান নিশ্চিত করা।	হাবিবুল ইসলাম	১০ জুন, ১৯৯০	১২ জুন, ১৯৯০	২৩ জুন, ১৯৯০
একাদশ সংশোধনী	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের স্বপদে ফিরে যাবার বিধান নিশ্চিত করা।	মীর্জা গোলাম হাফিজ	২ জুলাই, ১৯৯১	৬ আগস্ট, ১৯৯১	১০ আগস্ট, ১৯৯১
দ্বাদশ সংশোধনী	সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন	খালেদা জিয়া	২ জুলাই, ১৯৯১	৬ আগস্ট, ১৯৯১	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১
ত্রয়োদশ সংশোধনী	অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিধান নিশ্চিত করা।	ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন	২১ মার্চ, ১৯৯৬	২৬ মার্চ, ১৯৯৬	২৮ মার্চ, ১৯৯৬
চতুর্দশ সংশোধনী	৪৫ টি নারী আসন, প্রতিকৃতি সংরক্ষণ (রাষ্ট্রপতির ও প্রধানমন্ত্রীর), অর্থ বিল, সংসদ সদস্যদের শপথ, বিচারপতিদের বয়স সীমা, পিএসসির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বয়স সীমা এবং সিএজির বয়স সীমা বৃদ্ধিকরণ।	ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ	২৭ মার্চ, ২০০৪	১৬ মে, ২০০৪	১৭ মে, ২০০৪
পঞ্চদশ সংশোধনী	৫ম, ৭ম ও ১৩তম সংশোধনী বাতিল এবং প্রায় ৫১টি অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করা হয়।	ব্যরিস্টার শফিক আহমদ	২৫ জুন ২০১১	৩০ জুন ২০১১	০৩ জুলাই ২০১১
ষোড়শ সংশোধনী	১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদকে ফিরিয়ে দেয়া।	আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক	৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪	১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪
১৭তম	জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন আরো ২৫ বছর বহাল রাখা	আনিছুল হক	১০ এপ্রিল, ২০১৮	০৮ জুলাই, ২০১৮	২৯ জুলাই, ২০১৮

সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ও বাতিল ঘোষিত সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

সংশোধনী	রিটকারী ও তারিখ	হাইকোর্ট বিভাগের রায়	আপিল বিভাগের রায়
পঞ্চম সংশোধনী	মাকসুদুল আলম; ২০০০ সালে	অবৈধ ঘোষণা; ২৯ আগস্ট ২০০৫	অবৈধ ঘোষণা; ২ ফেব্রুয়ারি ২০১০
সপ্তম সংশোধনী	সিদ্দিক আহমেদ; জানুয়ারি, ২০১০	অবৈধ ঘোষণা; আগস্ট, ২০১০	অবৈধ ঘোষণা; মে, ২০১১
অষ্টম সংশোধনী	সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ১৯৮৯ সালে ২ সেপ্টেম্বর সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর (১০০নং অনুচ্ছেদ এর) মাধ্যমে আনীত ঢাকার বাইরের হাইকোর্ট বিভাগের ৬টি বেঞ্চ অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে। তবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে বলবৎ রাখা হয় এবং Dacca এর নাম Dhaka এবং Bengali এর নাম Bangla গ্রহণ করা হয়।		
ত্রয়োদশ সংশোধনী	এম সলিমউল্লাহ, আবদুল মান্নান খান ও রুহুল কুদ্দুস বাবু; অক্টোবর ১৯৯৯	বৈধ ঘোষণা; ৪ আগস্ট ২০০৪	অবৈধ ঘোষণা; মে, ২০১১
ষোড়শ সংশোধনী	সুপ্রিম কোর্টের নয় জন আইনজীবী; নভেম্বর, ২০১৪	অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা; মে, ২০১৬	অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা; ৩ জুলাই, ২০১৭

সংবিধানে সংখ্যা সংশ্লিষ্ট তথ্য:

সংখ্যা	তথ্য
১	বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা ১টি। কমিটির ১ জন সদস্য ছিলেন বিরোধী দল ন্যাপের সদস্য। তিনি হলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত।
২	বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষা দুটি: বাংলা ও ইংরেজি।
৪	সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি চারটি।
৭	বাংলাদেশের সংবিধান সাতটি তফসিল বা Schedule-এ বিভক্ত।
১১	বাংলাদেশের সংবিধানের ভাগ ১১টি
১৬	বাংলাদেশের সংবিধানে এ পর্যন্ত মোট সংশোধনী ১৬টি
৩৩	সংবিধান প্রণয়ন কমিটির ৩৪ জন সদস্যের মধ্যে ৩৩জন ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য
৩৪	সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিল ৩৪ জন
৭১	সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ৭১টি অধিবেশনে মিলিত হয়ে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করে।
৭৩	গণপরিষদে পেশকৃত খসড়া সংবিধানটি ছিল ৭৩ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট
৯৩	হস্তলিখিত মূল সংবিধানের পাতার সংখ্যা ৯৩
১৫৩	বাংলাদেশের সংবিধানে মোট ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।
৩০৯	হস্তলিখিত মূল সংবিধানে গণপরিষদের ৩০৯ জন সদস্য স্বাক্ষর করেন।
৪০৩	১৯৭০সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত ৪৬৯ জন সদস্যের মধ্যে ৪০৩ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়।
৮, ৪৮, ৫৬	সংবিধানের এ তিনটি অনুচ্ছেদ সংশোধনের জন্য গণভোটের প্রয়োজন হয়।

সংবিধানে বয়স সংক্রান্ত বিষয়াদি

বয়স	বিবরণ
১৮ বছর	ভোটার হওয়ার যোগ্যতা
২৫ বছর	সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স
৩৫ বছর	রাষ্ট্রপতি হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স
৬৫ বছর	পিএসসি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবসর গ্রহণের বয়স
৬৭ বছর	সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়স

তফসিল

প্রথম তফসিল - অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন

দ্বিতীয় তফসিল - রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (বিলুপ্ত)

[নোট: এই তফসিল দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিলুপ্ত করা হয়।]

তৃতীয় তফসিল - শপথ ও ঘোষণা

চতুর্থ তফসিল - ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

পঞ্চম তফসিল - ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে রেসকোর্স ময়দানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঐতিহাসিক ভাষণ।

৬ষ্ঠ তফসিল- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২:৩০টায় অর্থাৎ ২৬ মার্চ রাত প্রথম প্রহরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা।

সপ্তম তফসিল- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান (Constitutional Bodies)

- নির্বাহী বিভাগ
- আইন বিভাগ
- বিচার বিভাগ
- নির্বাচন কমিশন
- সরকারী কর্ম কমিশন (PSC)
- মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

সাংবিধানিক পদসমূহ

১. রাষ্ট্রপতি
২. প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী
৩. স্পিকার
৪. প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি
৫. ডেপুটি স্পিকার
৬. প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার
৭. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
৮. সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ
৯. সংসদ সদস্য (MP)

বাংলাদেশের প্রথম

এ্যাটর্নি জেনারেল	এম.এইচ. খন্দকার
প্রধান বিচারপতি	এ.এস.এম. সায়েম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার	বিচারপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস
সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান	ড. এ কিউ এম বজলুল করিম
মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	ফজলে কাদের মো. আব্দুল বাকী

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. The constituion of Bangladesh contains articles regarding appointments and service condition of some institutions, like Public Service Commission (PSC) Election Commission, Ombudsman. These bodies are called-

ক) Government bodies
খ) State owned bodies
গ) Constitutional bodies
ঘ) Public Corporations **গ**

২. Which is the following is a constitutional organization of Bangladesh?

ক) University Grants Commission
খ) Information Commission
গ) Election Commission
ঘ) Bangladesh Bank **গ**

৩. নিচের কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান?

ক) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
খ) মহা হিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয়
গ) দুর্নীতি দমন কমিশন
ঘ) মানবধিকার কমিশন **খ**

৪. নিচের কোনটি বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান?

ক) জাতীয় মানবধিকার কমিশন
খ) বাংলাদেশ আইন কমিশন
গ) পাবলিক সার্ভিস কমিশন
ঘ) বাংলাদেশ তথ্য কমিশন **গ**

৫. বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি-

ক. স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা খ) সাংবিধানিক সংস্থা
গ) কর্পোরেট সংস্থা ঘ) আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থা **খ**

Teacher's Work

১. বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মূল বিষয় কী ছিল? [৪১তম বিসিএস]

ক) বহুদলীয় ব্যবস্থা খ) বাকশাল প্রতিষ্ঠা
গ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঘ) সংসদে মহিলা আসন

২. সংবিধানের চেতনার বিপরীতে সামরিক শাসনকে বৈধতা দিতে কোন তফসিলের অপব্যবহার করা হয়? [৪১তম বিসিএস]

ক) ৪র্থ তফসিল খ) ৫ম তফসিল
গ) ৬ষ্ঠ তফসিল ঘ) ৭ম তফসিল

৩. সংবিধানের কোন সংশোধনকে 'First distorition of Constitution' বলে আখ্যায়িত করা হয়? [৪০তম বিসিএস]

ক) ৫ম সংশোধন খ) ৪র্থ সংশোধন
গ) ৩য় সংশোধন ঘ) ২য় সংশোধন

৪. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সংবিধানের কোন তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? [৪০তম বিসিএস]

ক) চতুর্থ তফসিল খ) পঞ্চম তফসিল
গ) ষষ্ঠ তফসিল ঘ) সপ্তম তফসিল

৫. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানের কততম তফসিলে সংযোজন করা হয়েছে? [৪০তম বিসিএস]

ক) চতুর্থ খ) পঞ্চম
গ) ষষ্ঠ ঘ) সপ্তম

৬. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে রদ করা হয়েছে? [৩৬তম বিসিএস]

ক) ১৪তম খ) ১৫তম
গ) ১৬তম ঘ) ১৭তম

৭. বাংলাদেশের সংবিধান এ পর্যন্ত কতবার সংশোধন করা হয়েছে? [৩৩তম বিসিএস]

ক) ১৪ খ) ১৫
গ) ১৬ ঘ) ১৭

৮. বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হয় সংবিধানের কত নম্বর সংশোধনীর মাধ্যমে? [২০তম বিসিএস/১৬তম বিসিএস]

ক) ১০ খ) ১১
গ) ১২ ঘ) ১৩

৯. কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়?

ক) সরকারি কর্ম কমিশন
খ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গ) নির্বাচন কমিশন
ঘ) মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

১০. কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়?

ক) নির্বাচন কমিশন
খ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
গ) পাবলিক সার্ভিস কমিশন
ঘ) রাষ্ট্রপতির কার্যালয়

১১. নিচের কোনটি সাংবিধানিক পদ নয়?

ক) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন
খ) সি.এ.জি (মহাহিসাব নিরীক্ষক জেনারেল)
গ) চিপ ইলেকশন কমিশনার
ঘ) চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড

১২. নিচের কোনটি সাংবিধানিক পদ নয়?

ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার
খ) চেয়ারম্যান, সরকারি কর্মকমিশন
গ) চেয়ারম্যান, মানবাধিকার কমিশন
ঘ) মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

১৩. Who was the first Chief Justice of Bangladesh?

ক) A S M Sayem
খ) A N Hamidullah
গ) Kamrul Hasan
ঘ) Abu Hena Mostofa Kamal

১৪. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার-

ক. বিচারপতি সাদেক খ) এম ইদ্রিস
গ) এটিএম মাসউদ ঘ) বিচারপতি সাত্তার

১৫. চতুর্দশ সংশোধনী বিল কত জন সাংসদ হ্যাঁ ভোট প্রদান করে?

ক) ২২২ জন খ) ১২৫ জন
গ) ২২৬ জন ঘ) ২২৮ জন

১৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন–

ক) তিন চতুর্থাংশ খ) দুই-তৃতীয়াংশ

গ) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘ) এক-চতুর্থাংশ

১৭. সংবিধানের কোন সংশোধনী দ্বারা বাংলাদেশ উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়?

ক) পঞ্চম খ) ষষ্ঠ

গ) একাদশ ঘ) দ্বাদশ

১৮. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনটি জাতীয় সংসদে কবে পাস করা হয়?

ক) ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ খ) ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

গ) ২৭ মার্চ ১৯৯৬ ঘ) ২৮ এপ্রিল ১৯৯৭

১৯. বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী কবে গৃহীত হয়?

ক) ১৯৭২ সালে খ) ১৯৭৩ সালে

গ) ১৯৭৪ সালে ঘ) ১৯৭৫ সালে

২০. বাংলাদেশের সংবিধানের 'পঞ্চম সংশোধনী মামলা' নামে বহুল পরিচিত মামলাটি পক্ষগণ-

ক) Bangladesh Italian Marble works Ltd. vs Govt. of Bangladesh and others

খ) Anwar Hossain vy Bangladesh

গ) Jafar Ali Shah vs Owner of Moon Cinema

ঘ) Auruna Sen vs Bangladesh and other

২১. কার শাসনামলে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল পাস হয়?

ক) শেখ মুজিবুর রহমান খ) জিয়াউর রহমান

গ) এইচ এম এরশাদ ঘ) বেগম খালেদা জিয়া

২২. জরুরী অবস্থা জারির বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়-

ক) প্রথম সংশোধনীতে খ) দ্বিতীয় সংশোধনীতে

গ) তৃতীয় সংশোধনীতে ঘ) চতুর্থ সংশোধনীতে

২৩. কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়?

ক) তৃতীয় খ) চতুর্থ

গ) পঞ্চম ঘ) দশম

২৪. বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে কয়টি পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তির শপথগ্রহণ বা ঘোষণাপত্র পাঠের বিষয় উল্লেখ আছে?

ক) ৭ খ) ৮ গ) ৯ ঘ) ১০

২৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির শপথ বাক্য পাঠ করান কে?

ক) প্রধান বিচারপতি

খ) স্পিকার

গ) প্রধানমন্ত্রী

ঘ) আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি

২৬. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে শপথ বাক্য পাঠ করান–

ক) রাষ্ট্রপতি খ) স্পিকার

গ) প্রধান বিচারপতি ঘ) প্রধান নির্বাচন কমিশনার

২৭. 'The Proclamation of Independence'- সংবিধানের কোন তফসিলে সন্নিবেশিত হয়েছে?

ক) ৪র্থ খ) ৫ম

গ) ৬ষ্ঠ ঘ) ৭ম

উত্তরমালা

১	গ	২	ক	৩	ক	৪	খ	৫	ঘ	৬	খ	৫	ঘ	৮	গ	৯	খ	১০	খ
১১	ঘ	১২	গ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	গ	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	খ	২০	ক
২১	খ	২২	খ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	গ						

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

১. বাংলাদেশের সংবিধানে মোট সদস্যেও কত অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন?
ক) এক-তৃতীয়াংশ খ) দুই-তৃতীয়াংশ
গ) তিন-তৃতীয়াংশ ঘ) কোনোটিই নয়

২. সংসদেও মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন কত ভোটে গৃহীত না হলে সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন করার জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হবে না?
ক) এক-তৃতীয়াংশ খ) দুই-তৃতীয়াংশ
গ) এক-চতুর্থাংশ ঘ) এক পঞ্চমাংশ

৩. বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক) জরুরি অবস্থা ঘোষণা
খ) মহিলাদেও জন্য সংসদে আসন সংরক্ষণ
গ) সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা
ঘ) ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দীর বিচার অনুষ্ঠান

৪. সংবিধানে কততম সংশোধনীতে যদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করা হয়?
ক) এথম খ) চতুর্দশ
গ) তৃতীয় ঘ) পঞ্চদশ

৫. বাংলাদেশের সংবিধান তৃতীয় সংশোধনী কবে গৃহীত হয়?
ক) ২৩ নভেম্বর, ১৯৭৮ খ) ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭২
গ) ১২ জুন, ১৯৭৩ ঘ) ৪ জুলাই, ১৯৭৪

৬. সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হয়-
ক) ২৩ জানুয়ারি, ১৯৭৫ খ) ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭৫
গ) ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫ ঘ) ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭৫

৭. বঙ্গবন্ধু কবে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন?
ক) ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫ খ) ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫
গ) ২৭ মার্চ, ১৯৭৫ ঘ) ২৫ এপ্রিল, ১৯৭৫

৮. বাংলাদেশ সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
ক) চতুর্থ খ) একাদশ
গ) দ্বাদশ ঘ) চতুর্দশ

৯. কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়?
ক) তৃতীয় খ) চতুর্থ
গ) পঞ্চম ঘ) দশম

১০. বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গৃহীত হয়-
ক) ১৯৭৭ সালে খ) ১৯৭৮ সালে
গ) ১৯৮০ সালে ঘ) ১৯৭৯ সালে

১১. সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল চারনীতি পরিবর্তন করা হয়?
ক) চতুর্থ খ) পঞ্চম
গ) সপ্তম ঘ) অষ্টম

১২. সংবিধানের কোন সংশোধনকে 'First distortion of Constitution' বলে আখ্যায়িত করা হয়?
ক) ৫ম সংশোধন খ) ৪র্থ সংশোধন
গ) ৩য় সংশোধন ঘ) ২য় সংশোধন

১৩. বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর বিষয়বস্তু-
ক) ইনডেমনিটি বিল খ) সংসদীয়
গ) রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা ঘ) রাষ্ট্রধর্ম

১৪. 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' পরিবর্তে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' প্রবর্তিত হয় সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে?
ক) চতুর্থ খ) পঞ্চম
গ) ষষ্ঠ ঘ) সপ্তম

১৫. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদেও চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৮৮ সালের ১৫ নভেম্বর
খ) ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ
গ) ১৯৯৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি
ঘ) ১৯৮৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি

১৬. বাংলাদেশের সংবিধানের অষ্ঠম সংশোধনীর উদ্দেশ্য ছিল-
ক) একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন
খ) বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন
গ) সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা
ঘ) ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া

১৭. ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয় কত সালে?

ক) ১৯৭৬ খ) ১৯৭৭

গ) ১৯৮৭ ঘ) ১৯৮৮

১৮. কততম সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টেও বিকেন্দ্রায়ন করা হয়?

ক) ৪র্থ সাংবিধানিক সংশোধন

খ) ৮ম সাংবিধানিক সংশোধন

গ) ৬ষ্ঠ সাংবিধানিক সংশোধন

ঘ) ৭ম সাংবিধানিক সংশোধন

১৯. বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রেও উত্তরণ ঘটে কখন?

ক) ৬ আগস্ট, ১৯৯১ খ) ৬ আগস্ট, ১৯৯৯

গ) ৭ আগস্ট, ১৯৯৯ ঘ) ৮ আগস্ট, ১৯৯৯

২০. বাংলাদেশে কোন সালে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু হয়?

ক) ১৯৭৫ খ) ১৯৯১

গ) ১৯৯৬ ঘ) ২০০৭

২১. বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হয় সংবিদানের কত নম্বও সংশোধনীর মাধ্যমে?

ক) ১০ খ) ১১

গ) ১২ ঘ) ১৩

২২. সংবিধানের কোন সংশোধনী দ্বারা বাংলাদেশে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্তি করা হয়?

ক) পঞ্চম খ) ষষ্ঠ

গ) একাদশ ঘ) দ্বাদশ

২৩. বাংলাদেশে সর্বশেষ গণভোট অনুষ্ঠিত হয় কোন সালে?

ক) ১৯৭৭ সালে খ) ১৯৮১ সালে

গ) ১৯৮৮ সালে ঘ) ১৯৯১ সালে

২৪. রেফারেন্ডাম সংক্রান্ত বিধান সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?

ক) প্রস্তাবনায়

খ) ১০ নং অনুচ্ছেদ

গ) ৩ নং অনুচ্ছেদ

ঘ) রেফারেন্ডামের কোনো বিদান নেই

২৫. বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মূল বিষয় কী ছিল?

ক) বহুদলীয় ব্যবস্থা খ) বাকশাল প্রতিষ্ঠা

গ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঘ) সংসদে মহিলা আসন

২৬. বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর দ্বারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা গৃহীত হয়?

ক) পঞ্চম খ) নবম

গ) দ্বাদশ ঘ) ত্রয়োদশ

২৭. যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংক্রান্ত সংবিধানের অনুচ্ছেদটি হলো-

ক) ৪৭ খ) ২৫

গ) ৩১ ঘ) ৭০

২৮. বাংলাদেশ সংবিধানের কোন সংশোধনীর দ্বারা ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে?

ক) পঞ্চম খ) ত্রয়োদশ

গ) চতুর্দশ ঘ) পঞ্চদশ

২৯. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে রদ করা হয়েছে?

ক) ১৪তম খ) ১৫তম

গ) ১৬তম ঘ) ১৭তম

৩০. পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধান বাংলাদেশের সংবিধানে কততম সংশোধনীর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়?

ক) দশম খ) দ্বাদশ

গ) ত্রয়োদশ ঘ) পঞ্চাদশ

উত্তরমালা

১	খ	২	খ	৩	ঘ	৪	ক	৫	ক	৬	গ	৭	ক	৮	ক	৯	খ	১০	ঘ
১১	খ	১২	ক	১৩	ক	১৪	খ	১৫	খ	১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	ক	২০	খ
২১	গ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	ঘ

Self Study

১. নিচের কোনটি বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান?
ক) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
খ) বাংলাদেশ আইন কমিশন
গ) পাবলিক সার্ভিস কমিশন
ঘ) বাংলাদেশ তথ্য কমিশন

২. বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) একটি-
ক) স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা খ) সাংবিধানিক সংস্থা
গ) কর্পোরেট সংস্থা ঘ) আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থা

৩. নিচের কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান?
ক) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
খ) অ্যাটর্নি জেনারেল
গ) দুর্নীতি দমন কমিশন
ঘ) মানবাধিকার কমিশন

৪. কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান?
ক) দুর্নীতি দমন কমিশন
খ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গ) মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
ঘ) জাতীয় তথ্য কমিশন

৫. কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়?
ক) সরকারি কর্মকমিশন খ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গ) নির্বাচন কমিশন ঘ) মহাহিসার নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

৬. নিচের কোনটি সাংবিধানিক পদ নয়?
ক) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন
খ) সিএজি (মহাহিসাব নিরীক্ষক জেনালেল)
গ) চিপ ইলেকশন কমিশনার
ঘ) চেয়ারম্যান ঢাকা শিক্ষা বোর্ড

৭. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন?
ক) এ এস এম সায়েম খ) এ এন হামিদুল্লাহ
গ) কামরুল হাসান ঘ) আবু হেনা মোস্তফা কামাল

৮. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার-
ক) বিচারপতি সাদেক খ) এম ইদ্রিস
গ) এটিএম মাসউদ ঘ) বিচারপতি সাত্তার

৯. কোনটি সাংবিধানিক পদ নয়?
ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার
খ) চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন
গ) চেয়ারম্যান, মানবাধিকার কমিশন
ঘ) কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল

১০. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন জাতীয় সংসদে কোন সালে বাতিল করা হয়?
ক) ২০১০ খ) ২০১১
গ) ২০১২ ঘ) ২০১৩

১১. বাংলাদেশে সংবিধানের কোন সংশোধনীতে সংরক্ষিত মহিলা আসন ৪৫ থেকে বৃদ্ধি কওে ৫০ করা হয়?
ক) সপ্তদশ সংশোধনী খ) পঞ্চদশ সংশোধনী
গ) দ্বাদশ সংশোধনী ঘ) নবম সংশোধনী

১২. বাংলাদেশের বিচারপতিদেও অভিশংসন ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত হয় সংবিধানের যে সংশোধনীতে-
ক) ষোড়শ খ) পঞ্চদশ
গ) ত্রয়োদশ ঘ) চতুর্দশ

১৩. বাংলাদেশ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টেও বিচারক অপসারণ করার ক্ষমতা কার হাতে ন্যাস্ত?
ক) রাষ্ট্রপতি
খ) জাতীয় সংসদ
গ) সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল
ঘ) প্রধান বিচারপতি

১৪. বাংলাদেশের সংবিধান এ পর্যন্ত কতবার সংশোধন করা হয়েছে?
ক) ১৪ খ) ১৫
গ) ১৬ ঘ) ১৭

১৫. কার শাসনামলে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল পাস হয়?
ক) শেখ মুজিবুর রহমান খ) জিয়াউর রহমান
গ) এইচ. এম. এরশাদ ঘ) বেগম খালেদা জিয়া

১৬. বাংলাদেশশের প্রথম সংসদীয় গণতন্ত্র কোন সালে প্রবর্তন করা হয়?
ক) ১৯৭২ খ) ১৯৭১
গ) ১৯৯১ ঘ) ১৯৭৫

উত্তরমালা

১	গ	২	খ	৩	খ	৪	গ	৫	খ	৬	ঘ	৭	ক	৮	খ	৯	গ	১০	খ
১১	খ	১২	ক	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	খ	১৬	ক								

Class Exam

১. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধনের বিধান আছে?
ক) ৮০ খ) ৯৩
গ) ১৪২ ঘ) ১৫০

২. বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী কবে গৃহীত হয়?
ক) ১৯৭২ সালে খ) ১৯৭৩ সালে
গ) ১৯৭৪ সালে ঘ) ১৯৭৫ সালে

৩. জরুরি অবস্থা জারি বিধান সংবিধানের সন্নিবেশিত হয়-
ক) প্রথম সংশোধনীতে
খ) দ্বিতীয় সংশোধনীতে
গ) তৃতীয় সংশোধনীতে
ঘ) চতুর্থ সংশোধনীতে

৪. বাংলাদেশ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী হয় কখন?
ক) ৭ জানুয়ারি, ১৯৮৮
খ) ৭ জুন, ১৯৮৮
গ) ১ জুলাই, ১৯৮৮
ঘ) ১ ডিসেম্বও, ১৯৮৮

৫. বাংলাদেশে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম কোন সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয়?
ক) ৭ম খ) ৮ম
গ) ৯ম ঘ) ১০ম

৬. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে সরকারি কর্ম কমিশন গঠনের উল্লেখ আছে–
ক) ১৩০ খ) ১৩১
গ) ১৩৭ ঘ) ১৪০

৭. বাংলাদেশের সংবিধানে আইনের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে কোন অনুচ্ছেদে?
ক) ১৪২ খ) ১২২
গ) ১৫২ ঘ) ১১২

৮. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে রদ করা হয়েছে?
ক) ১২তম খ) ১৩তম
গ) ১৪তম ঘ) ১৫তম

৯. বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদকে শপথ পাঠ করান–
ক) প্রধান বিচারপতি
খ) রাষ্ট্রপতি
গ) প্রধানমন্ত্রী
ঘ) স্পিকার প্রধান

১০. সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান কে?
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) রাষ্ট্রপতি
গ) প্রধান বিচারপতি ঘ) স্পিকার

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি biddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলাদেশ বিষয়াবলি অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।